লিভার এ্যাবসেস - লিভারের বিষ ফোড়া

লিভার এ্যাবসেস কি?

- লিভার এ্যাবসেস অর্থ লিভারের ফোড়া - আৎকে ওঠার মত বিষয়ই বটে।
- ছোট ফোড়াতেই যখন কত বিড়ম্বনা সেখানে খোদ লিভারের ফোড়া বলে কথা।
- তবে কথাটা আসলে আংশিক সত্যি, কারণ একথা যেমন ঠিক যে লিভারের ফোড়া ফেটে গিয়ে তা রোগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে, তেমনি আজকের দিনে সঠিক ব্যবস্থাপনার কারণে এ ধরণের ঘটনা খুবই বিরল।

লিভারের ফোড়া কেন হয়?

- লিভারে মুলতঃ দুধরণের ফোড়া হয়, পায়োজেনিক ও এ্যমিবিক।
- ইকোলাই, স্টাফাইলোকক্কাই, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ক্লেবসিয়েলা ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া পায়োজেনিক লিভার এ্যাবসেসের জন্য দায়ী, আর এ্যমিবিক লিভার এ্যাবসেস হয় এ্যমিবা থেকে।
- তবে এসব জীবাণু ঠিক কি কারণে লিভারে ফোড়া তৈরী করে তা সবসময় জানা যায় না; তবে ডায়াবেটিস, এপেন্ডিসাইটিস, গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, রক্তের ইনফেকশন, নবজাত শিশুর নাভির ইনফেকশন, অতিরিক্ত মদ্যপান, পেটে আঘাত পাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে লিভারে ফোড়া হতে পারে।
- একজন রোগীর লিভারে একটি বা একাধিক ফোড়া থাকতে পারে।

রোগের লক্ষণ

- লিভারের ফোড়ার কোন বিশেষ লক্ষণ নেই।
- রোগীদের সাধারণতঃ খাবারে অরুচি, জ্বর ও পেটে ব্যাথা থাকে।
- আনেক সময় কাশি কিংবা ডান কাধে ব্যাথা থাকতে পারে।
- বিরল ক্ষেত্রে রোগীর জন্ডিস হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- রক্ত পরীক্ষা লিভার এ্যাবসেস নির্ণয়ে খুব বেশী কার্য্যকর নয়।
- কোন কোন ক্ষেত্রে ব্লাড কালচারে জীবাণু ধরা পড়তে পারে।
- লিভার এ্যাবসেসের জন্য মুল পরীক্ষা হলো পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম।
- কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের শুরুতে আল্ট্রাসনোগ্রামে এ্যাবসেস ধরা পরে না, এজন্য ৭-১০ দিন পর আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপিট করলে ভাল।
- সিটি স্ক্যান ও এম আর আই আল্ট্রাসনোগ্রামের চেয়ে ভাল হলেও, এসব পরীক্ষায় খরচ বহুগুণ বেশী; আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

লিভার এ্যাবসেসের চিকিৎসা

- লিভার এ্যাবসেস সাধারণতঃ এন্টিবায়োটিকেই সেরে যায়।
- তবে লিভার থেকে পুজ বের করে দেয়াটা জরুরী - বিশেষ করে লিভারে যদি বড় বা একাধিক এ্যাবসেস থাকে।
- এক সময় এজন্য অপারেশনের প্রয়োজন পরলেও আজ আর তার দরকার পরে না; এখন আমরা লোকাল এনেসথেসিয়া করে খুব অল্প খরচে আল্ট্রাসনোগ্রাফি গাইডেনসে লিভার থেকে পুজ বের করতে পারি। আর এরপর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে লিভারের ফোড়া সারতে বাধ্য।

শেষ কথা

- আমাদের মতন দেশে লিভার এ্যাবসেস বেশ কমন।
- তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে এটি আজ আর কোন মারাত্বক ব্যাধি নয়।
- শুধু যা জরুরী তা হলো সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা, কারণ লিভার এ্যাবসেস ফেটে গিয়ে পুজ হার্ট, ফুসফুস কিংবা পেটের ভিতরে যেয়ে জীবণ সংশয়ের কারণও হতে পারে।

প্রচারে ঃ

লিভার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার, বাড়ী নং- ৮/এ, রোড নং-১৪ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ (সোবহানবাগ মসজিদের পশ্চিমে)
ফোরম ফর দি স্টাডি অব দি লিভার, রুম নং-৬ (দ্বিতীয় তলা), বনানী সুপার মার্কেট
কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
মোবাইলঃ ০১৯৭০৮০৮০২৯, ই-মেইল: <fsliver.bd@gmail.com>
ওয়েব সাইটঃ www.liverforumbd.org